দৈনিক খবর

তারিখ 10 OCT 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

045

শিক্ষকদের পুনর্বাসন ঃ

সহকারী শিক্ষক সমিতির দাবী

বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে এবারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানিয়েছেন।

তারা বলেন, স্মরণকালের নজিরবিহীন ভয়াবহ বন্যায় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বেশীর ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ত্রাণ শিবির থাকায় সেখানকার বহু চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ নষ্ট হয়ে গেছে। বন্যা-উত্তরকালে সরকারী নির্দেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার কারণে বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীরা ভীড় করছে। অথচ তাদের বসিয়ে ক্লাস নেবার মত সরঞ্জামের অভাবে শিক্ষকগণ ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের বসতে দেবার অসুবিধাজনিত কারণে লেখা-পড়া ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সামনে কারোর এসএসসি, টেস্টসহ বার্ষিক পরীক্ষাও এসে পড়ছে। তাছাড়া বন্যর সময় তারা লেখা-পড়া করতে পারেনি, আবার বন্যা-উত্তরকালে সরঞ্জামের অভাবে তারা পারছে না ক্লাস করতে, সে জন্যে কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে সমস্যার সমাধান করার জন্য নেতৃবৃন্দ আহবান জানান।

অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেশীর ভাগই বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেহেতু বন্যায় এ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি এ সকল ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক পরিবারবর্গকে এ মুহূর্তে পুনর্বাসিত করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানানো হয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ইতিমধ্যেই সারা দেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতি যে উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে সাড়া দিয়ে যারা তাদের নাম-ঠিকানাসহ পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পাঠিয়েছেন তা পাওয়া গেছে। এখনো যারা পাঠাতে পারেননি তাদের আগামী ২০শে অক্টোবরের মধ্যে পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ এম হালদার, রমনা রেলওয়ে হাইস্কুল, ওসমানী উদ্যান, রমনা, ঢাকা-১০০০ —এই ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি'র।